তারিখ ... 12 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৩ ...

সংবাদ

জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা কেন প্রয়োজন?

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

মে, ২০১৭ থেকে দেশব্যাপী জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি অ্যাডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক সারাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীতে পাঠদানকারী ৮২০০০ শিক্ষককে জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণে ৮২০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১৭৬৩ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করা হয়েছে। আমি একজন প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে গত ১৩/০৫/১৭ ইং থেকে ১৫/৫/১৭ ইং কুমিল্লা সরকারি জিলা স্কুলে প্রশিক্ষণ নেই। প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল এবং মাস্টার ট্রেইনার থেকে এ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, উপকারিতা সম্পর্কে জানা যায়। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূল অবস্থা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার এবং যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা সৃষ্টি করে। একবিংশ শতাব্দীতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে চলছে। তারা বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, মাদকাশক্তি, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এইচআইভি এইডস, শিশু পাচার, বাল্যবিয়ে, যৌতুক, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও সহিংসতার মতো অনেক সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। এসব সমস্যা সুষ্ঠুভাবে মোকাবিলা করতে বন্ধু ও সহপাঠীরা এবং অনেক সময় বাবা-মা ও সঠিকভাবে দিক-নির্দেশনা দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকরাই জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের প্রকৃত সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারেন। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনো-সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে শিক্ষকগণ তাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূল অবস্থা ও সমস্যা মোকাবিলা এবং যে কোন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। সে জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের বিকল্প নেই। শিক্ষকগণকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলাই প্রশিক্ষণের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। জীবন একটি অসীম ও বহুমাত্রিক বিষয়। একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। জীববিজ্ঞানীরা বলেছেন, জড় ও জীবের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে জীবন। আবার কেউ, কেউ বলেন, জীবন ক্ষণস্থায়ী, স্বপ্নের মতো। মৃত্যুই একমাত্র সত্য। তাছাড়া এ কথাও বলা যায় যে, মাতৃগর্ভে প্রাণ সঞ্চালনের সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সময় হচ্ছে জীবন। কিন্তু জীবন বলতে শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা এবং ঘটনাপ্রবাহের সমষ্টিই হচ্ছে জীবন। আর দক্ষতা হচ্ছে লব্দ জ্ঞানকে জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা। মানুষ তখনই কিছু করতে পারে যখন সে বিষয়টি সম্পর্কে জানে, কী করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে তা জানে এবং সেগুলো অনুশীলনও করে। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুশীলন, ইতিবাচক মানসিকতা এই তিনটি সম্মিলন ঘটলে দক্ষতা অর্জন করা যায়, যা ব্যাক্তির আচরণে প্রকাশ পায়। আবার বলা হয়েছে জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনো-সামাজিক (psycho-social) দক্ষতা, যা আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে ও সমস্যা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, Life skills are abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life. জীবন দক্ষতা এবং জীবিকা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এক নয়। জীবন দক্ষতা হলো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বা সমাজের সম্পর্কবিষয়ক দক্ষতা যা বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণে সাহায্য করে। ব্যক্তির নিজ জীবনের বা মনোগত সমস্যা মোকাবিলা উত্তরণের দক্ষতা। এ দক্ষতা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সব শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সব ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। জীবন দক্ষতা ধারণাটি সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে ও সম্পর্কিত। এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে অভ্যস্ত করে নানা রকম রোগের সংক্রমণ থেকে নিরাপদ রাখে। তবে এখানে সুস্বাস্থ্য শব্দটি ত্রিমাত্রিক শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক এ তিন ধরনের নির্দেশ করে। জীবন দক্ষতার উপাদানগুলোকে ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা (২) সহমর্মিতার দক্ষতা (৩) অন্তঃব্যক্তিক ক্ষমতা (৪) আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (৫) যোগাযোগ দক্ষতা (৬) চিন্তন দক্ষতা (৭) সমস্যা সমাধান দক্ষতা (৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (৯) চাপ মোকাবিলার দক্ষতা (১০) আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। মূলত: এই দশটি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার্থীদের পুরোপুরিভাবে দক্ষ করে তোলার জন্য এই ১০টি উপাদানের ভূমিকা মুখ্য হিসেবে কাজ করবে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বা Life Skills Based Education (LSBE) এমন একটি শিখন শেখানো অভিজ্ঞতা বা অ্যাপ্রোচ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের দক্ষতাসমূহ অর্জন করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সূক্ষ্ম ও সৃজনশীল চিন্তনে কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবিলায় সমর্থ করে তোলে। এর ফলে শিক্ষার্থী ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে সমর্থ করে। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তন ঘটায়। এ শিক্ষা প্রদানে অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন শেখানো পদ্ধতি আবশ্যক। কারণ, এ শিক্ষা কর্মসূচির মধ্যেই প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য ব্যবস্থা সন্নিবেশিত থাকে। এ কারণে এ শিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের যথাযথ প্রশিক্ষণ একটি পূর্ব শর্ত। জীবন দক্ষতা শনাক্ত করা যায়, প্রদর্শন করা যায়, উপদক্ষতা ও অনুদক্ষতা বিভাজন করা যায় অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। এসব কিছুই জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। এ শিক্ষা জেন্ডারপ্রবন, অধিকারভিত্তিক ও বয়সোপযোগী। এটি ছেলেমেয়ে উভয়েরই ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকূলতা মোকাবিলার ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়। এ শিক্ষা শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন করে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করে। বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে, উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করে ও শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার হ্রাস করে। এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন করে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সক্ষম, সুস্থ, দক্ষ, নীতিবান ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ গড়ে তুলে সুষ্ঠু সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার সার্বিক উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করা এবং সুফলতা লাভের জন্য আত্মবিশ্বাসী করে তোলা। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিকূলতা থেকে উত্তরণে সক্ষমতা অর্জন এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ সবল ও নিরাপদ জীবনযাপন করা। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু প্রধানত জীবনের সমস্যা ও বিপদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বিষয় বস্তু, স্থান, কাল, পাত্র সামাজিক মূল্যায়ন, রীতিনীতি ও গোষ্ঠীর প্রত্যাশা ভেদে ভিন্ন, ভিন্ন হতে পারে। বর্তমানে কিশোর-কিশোরীরা তদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) কিছু সাধারণ সমস্যা ও পরিস্থিতি যেগুলো বিশ্বব্যাপী সব কিশোর-কিশোরীরই মোকাবিলা করতে হয়। যেমন- মাদকাসক্ত হওয়ার ঝুঁকি, বিভিন্ন যৌনরোগ ও এইচআইভিতে আকান্ত হওয়ার ঝুঁকি, বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া। সহিংসতা এবং সন্ত্রাসের কবলে পড়া। কিন্তু সমস্যা, চ্যালেঞ্জ যেগুলো অঞ্চল বা দেশ-বিদেশে দেখা যায়। (২) যেমন- শিশু পাচার ও শিশুশ্রম, শারীরিক মানসিক ও যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, বাল্যবিয়ে, যৌতুক ও অকাল গর্ভধারণ, দৃষ্টিহীনতা, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং স্বাস্থ্যসেবার অপ্রতুলতা, জঙ্গিবাদ, জেন্ডার বৈষম্য ইত্যাদি। প্রধানত উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের শিশু-কিশোরদের এসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা বেশি করতে হয়। বিশ্বব্যাপী ও অঞ্চল বিশেষে বিরাজমান সমস্যা উভয় ক্ষেত্রেই জীবন দক্ষতা কার্যকর সমাধান দেয়। তাই উপযুক্ত সব বিষয়ই জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু। এসব ছাড়াও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু যেমন অটিজম আক্রান্ত বা শারীরিকভাবে অসমর্থ এমন শিশুদের সমস্যা মোকাবিলার ক্ষেত্রেও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর। এসব শিশুদের স্বাবলম্বী জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোসামাজিক এবং মনোদৈহিক দক্ষতাগুলো জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হতে পারে। একারণে শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী এসব শিশুর নানা রকম চাহিদা পূরণের বিষয়টি জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার আওতাভুক্ত। যেহেতু জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার অন্যতম উপায়, সেহেতু এই শিক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে সমাজকল্যাণ বা সমাজ কর্মবিষয়ক কর্মসূচির সম্পৃক্ততা আছে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে অনেক সময় 'দক্ষতাভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য (WHO) এর মতে স্বাস্থ্য শিক্ষা হচ্ছে, 'পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থা। জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর আওতাভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মাতৃত্ব-পিতৃত্ব শিক্ষা। গর্ভকালীন অবস্থা থেকে শুরু করে শিশুর জন্ম ও বেড়ে উঠার পুরো সময়েই যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য বাবা-মাকে জীবন দক্ষতা শিক্ষা দেয়া জরুরি। এছাড়া বাবা-মায়ের দোষ-ত্রুটি বা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির কারণে সন্তানের বিভিন্ন রকম ঝুঁকিপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে এসব যে কারণেই হোক না কেন সনাতন পারিবারিক কাঠামো ভেঙে যেতে পারে বা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্কের অভাব দেখা দিতে পারে। এসব পরিস্থিতি মোকাবিলায় জীবন দক্ষতা অত্যন্ত কার্যকর এবং সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। উপরের বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায় যে, জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাকে বাংলাদেশের সব স্কুল, মাদ্রাসায় ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্য করা হলে শিক্ষার্থীদের শিখন শেখানো জ্ঞান আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং বাস্তব পরিস্থিতি আরও বেশি মোকাবিলা করে চলতে পারবে। এভাবে প্রতি স্কুল, মাদ্রাসা থেকে ২-৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ নিয়ে স্কুলে গিয়ে এ শিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত স্থানে নিতে পারবে না। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা উপযোগী করতে হলে এ শিক্ষাটি অবশ্যই প্রতিটি স্কুল মাদ্রাসায় পাঠ্য করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৮ম, ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতে শারীরিক শিক্ষা বিষয়টির মধ্যে জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীরা এ বিষয়গুলো পড়ে শিখে হাতে-কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতো। কিন্তু এ বছর থেকে জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা বিষয়টি না থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে শিখায় আগ্রহ-উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলছে। এখন বাস্তবিক পক্ষে দেখা গেছে বোর্ড পরীক্ষায় না থাকার কারণে প্রায় শিক্ষার্থীই এ বিষয়টি আগ্রহ নিয়ে পড়ছে না। ফলে এ বিষয়ে শিখন শেখানো জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছে না। তাই আমি জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উন্নতি কল্পে জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা বিষয়টিকে পুনঃঅন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার ওপর তিন দিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকগণ স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষার্থীদের নীতি-নৈতিকতা এবং বাস্তব জীবনে কিভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে চলতে হবে তা নিত্যদিন দীক্ষা দিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ এ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবেন ইহাই জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কিন্তু এ শিক্ষাটিকে আরও টেকসই এবং ফলপ্রসূ করার জন্য নিম্নের বিষয়টির প্রতি জোর দেয়ার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি:-

নীতি-নৈতিকতা এবং বাস্তব জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা দরকার অথবা এর রিলেটেড অন্য বিষয়ের সঙ্গে জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার ক্লাস রুটিনে কমপক্ষে সপ্তাহে একদিন একটি সামাজিক সচেতনতামূলক ক্লাস রাখা উচিত।

প্রশিক্ষণ নিয়ে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের কতটুকু রপ্ত করেন তা মনিটর করে ভুল-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে।

পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বেতার, টিভি এবং প্রচার মাধ্যম সামাজিক সচেতনতামূলক প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। প্রয়োজনে এ শিক্ষাটির মর্যাদা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌছে দিতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভবে মনে করি তাহলে এ শিক্ষাটি হবে আরও বেশি ফলদায়ক দক্ষ এবং টেকসই।

[লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক]